প্রি-এক্ল্যাম্পসিয়ার বিষয়ে আপনার যা যা জানা প্রয়োজন

প্রি-এক্ল্যাম্পসিয়া প্রায়ই ঘটে, অথচ অনেকেই তা জানে না — সত্যি কথা বলতে এটা গর্ভাবস্থার সবচেয়ে সুপরিচিত সঙ্কটজনক জটিলতা। প্রি-এক্ল্যাম্পসিয়া শুধু বিপজ্জনক নয়, প্রাণনাশকও হতে পারে, অথচ এ ব্যাপারে তেমন কিছুই জানা যায় নি যায় এই রোগ প্রতিরোধ করতে পারে।

প্রি-এক্ল্যাম্পসিয়ার বিষয়ে প্রধান তথ্য

এটা কি ?
এই রোগ শুধু গর্ভাবস্থায় দেখা দেয় ও মা ও গর্ভস্থ শিশু উভয়ই আক্রান্ত হতে পারে। অধিকাংশ কেস সামান্য হলেও আরেকটা কঠিনতর রূপ খুব বিপজ্জনক হতে পারে। সবচেয়ে ভয়াবহ জটিলতায় রয়েছে মৃগীরোগের মত প্রবল আক্ষেপ যাকে “এক্ল্যাম্পসিয়া” বলা হয় - সুতরাং এর নাম প্রি-এক্ল্যাম্পসিয়া।

কে আক্রান্ত হয় ?
খুব ব্যাপকভাবে দেখতে গেলে, 10 জনের একজন গর্ভবতী মহিলা। যারা প্রথমবার গর্ভধারণ করছেন যারা 40 বছরের বেশী বয়সী; যাদের BMI 35 -এর বেশী; যাদের পরিবারে প্রি-এক্ল্যাম্পসিয়ার ইতিহাস আছে, সর্বকনিষ্ঠ সন্তানের জন্মের পর দশ বছর বা তার বেশী ব্যবধানের পর গর্ভধারণ করছে; যাদের উচ্চ রক্তচাপ, ডায়বেটিস বা কিডনির রোগ আছে; যাদের গর্ভে একাধিক শিশু আছে এবং যাদের আগে এই সমস্যা হয়েছিল তাদের সবার এই সমস্যার আশঙ্কা থাকে।

এর কারণ কি ?
অমরায় সমস্যা যার ফলে শিশুর কাছে রক্ত পৌঁছানোয় বাঁধা পড়ে। গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে এই সমস্যা দেখা দেয় তবে অনেক পরে - সাধারণতঃ শেষের কয়েক সপ্তাহে অসুস্থতা প্রকাশ পায়।

এর লক্ষণ কি ?
উচ্চ রক্তচাপ, মায়ের প্রস্রাবে প্রোটিন এবং, কখনও কখনও, শিশুর অপূর্ণ বিকাশ - এ সবই রুটিনমত অ্যান্টেনেটাল (প্রসূতি পূর্ব) পরীক্ষায় ধরা পড়া উচিত।

এর চিকিৎসা কিভাবে করা হয় ?
প্রি-এক্ল্যাম্পসিয়ায় আক্রান্ত মহিলাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় - সাধারণতঃ হাসপাতাল বা ডে ওয়ার্ডে তাদের রাখা হয় - এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য তাদের ওষুধ দেওয়া যায়।

এটা কি সারিয়ে তোলা যায় ?
শুধুমাত্র শিশু প্রসব, ও সমস্যার মূল অমরা সরিয়ে দেওয়া হলে। সেজন্যই প্রি-এক্ল্যাম্পসিয়ায় অধিকাংশ মহিলাদের প্রায়ই অকালে, প্ররোচিত করে, প্রসব করানো হয়।

এটা কি আবার হয় ?
কিছু কিছু মহিলার ক্ষেত্রে এই সমস্যা আবার দেখা যায়। পুনরাবৃত্তির গড় সম্ভাবনা 20 তে একটা।

গর্ভাবস্থার প্রারম্ভিক পর্যায়ে এর পূর্বানুমান করা যায় কি ?
এখনও না - এবং সেইজন্যই নিয়মিত অ্যান্টেনেটাল ক্লিনিকে পরীক্ষা করাতে যাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ - তবে যাদের এই সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার বেশী সম্ভাবনা আছে তাদের চিনে নেওয়া যায়।

এটা কি প্রতিরোধ করা যায় ?
বিশ্বস্ত উপায়ে করা যায় না - তবে কয়েকজন ডাক্তারের মতে, কিছু কিছু কেসে, ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন অ্যাসপ্রিরিনের অল্প ডোস নেওয়া হলে উপকার হয়।

আগে যারা অসুস্থ হয়েছে তারা নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য কি কি করতে পারে?
বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন, প্রায়ই অ্যান্টেনেটাল পরীক্ষা করাবেন, সবকটা অ্যাপয়েন্টমেন্টে অতি অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন এবং কোনো রকম লক্ষণ ও উপসর্গ দেখলে দাই বা ডাক্তারকে জানান।

যেসব লক্ষণ সম্বন্ধে সজাগ থাকা প্রয়োজন

- বিশ্রী মাথা ব্যথা, যা সারে না
- অস্পষ্ট দেখা, চোখের সামনে হঠাৎ আলোর ঝলক বা বিন্দু দেখা
- পাঁজরের ঠিক নিচে, বিশেষ করে ডান দিকে, বিশ্রী বেদনা
- বমি (গর্ভাবস্থার প্রথমদিকের 'সকালের অসুস্থতা' না)

প্রি-এক্ল্যাম্পসিয়া সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে পরামর্শ বা তথ্যের জন্য **0208 427 4217** নম্বরে অ্যাকশন অন প্রি-এক্ল্যাম্পসিয়ার হেল্পলাইন যোগাযোগ করুন।

Action on Pre-eclampsia
84-88 Pinner Road
Harrow
Middlesex
HA1 4HZ

ইমেল ঃ info@apec.org.uk

www.apec.org.uk

রেজিস্ট্রিকৃত ও দাতব্য সংখ্যা ঃ 1013557
রেজিস্ট্রিকৃত ও কোম্পানি সংখ্যা ঃ 2736320